আলমডাঙ্গায় মাদক মামলায় যাবজ্জীবন, ১০ বছর পর আসামি গ্রেপ্তার

মাদক মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত মাদক সম্রাট মোঃ অহিদুল ইসলাম (৪০) নামের পলাতক এক আসামিকে ১০ বছর পর গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রবিবার সকাল সাড়ে ৮টায় উপজেলার হাপানিয়া এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃত অহিদুল ইসলাম চিৎলা ইউনিয়নের হাপানিয়া এলাকার সিদ্দিক আলীর ছেলে। তাকে রবিবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানায়, আলমডাঙ্গা থানায় একটি মাদক মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি মো. অহিদুল ইসলাম নিজের নাম-পরিচয় গোপন করে দীর্ঘ ১০ বছর দেশের বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপনে ছিলেন। পুলিশ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে রবিবার সকালে তাকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পর তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ জানান, ২০১১ সালের উপজেলার হাপানিয়া এলাকা থেকে বিভিন্ন মাদকদ্রব্য সহ পুলিশের নিকট গ্রেপ্তার হন অহিদুল। ছয় মাস পর জামিনে বের হয়ে তিনি আত্মগোপনে চলে যান। পরে এ মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে অহিদুল ইসলামকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। সম্প্রতি তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে তাকে গ্রেপ্তারে বিভিন্ন স্থানে অভিযানও পরিচালনা করা হয়।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

মাদক মামলায় ৮ মাসের সশ্রম কারাদন্ডপ্রাপ্ত আসামী মোঃ হিরক

মিয়াকে গ্রেফতার করছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি মেহেরপুুর ক্যাম্পের একটি টিম।

গ্রেফতারকৃত হিরক মিয়া গাংনী উপজেলা শহরের পশু হাসপাতাল এলাকার মৃত আব্দুল মান্নানের ছেলে।

আজ মঙ্গলবার (১৫ আগস্ট) দুপুর ৩ টার দিকে র্যাবের একটি দল গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে তাকে গাংনী কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠের কাছ থেকে গ্রেফতার করেন।

সিপিসি-মেহেরেপুর ক্যাম্পের কমান্ডার সহকারি পুলিশ সুপার মনিরুজ্জামান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, তার বিরুদ্ধে মাদক মামলা নং জিআর ৩৫৪/১৭,০৯(ক) এবং ১৯(৪) মামলায় ৮ মাসের সশ্রম কারাদন্ডপ্রাপ্ত আসামি।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মাদক মামলায় দুজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গায় ৪০ পিচ প্যাথেডিন জব্দকৃত মামলায় দুজনকে যাবজ্জীবন (সশ্রম) কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এছাড়া ১০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে একজন আসামির উপস্থিতিতে চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ (২য়) আদালতের বিচারক মাসুদ আলী এ রায় ঘোষণা করেন। অপর এক আসামী পলাতক রয়েছে।

দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীরা হলেন, চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা ইউনিয়নের ভালাইপুর গ্রামের মৃত. আজিত মণ্ডলের ছেলে আয়ুব আলী (৪৯) এবং একই গ্রামের সিদ্দিক আলীর ছেলে ওহিদুল ইসলাম (৩৯)। এরমধ্যে ওহিদুল ইসলাম পলাতক রয়েছেন।

মামলার এজাহার সুত্রে জানা যায়, ২০১১ সালের ৩০ অক্টোবর তৎকালীন আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) শরিফুল ইসলাম সঙ্গীয় সোর্স নিয়ে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানকালে ভালাইপুর মোড়ের বাসস্ট্যান্ডের নিকট থেকে সন্দেহভাজন হিসেবে আয়ুব আলী ও ওহিদুল ইসলামকে আটক করে। এসময় তাদের শরীর তল্লাশী করে আয়ুব আলীর কোমর থেকে ১৯ টি এবং ওহিদুল ইসলামের কোমর থেকে ২১টি প্যাথেডিন/এম্পুল জব্দ করা হয়। ওইদিনই এসআই শরিফুল ইসলাম বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় দুজনের নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করেন।

চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) অ্যাডভোকেট গিয়াস উদ্দিন বলেন, দীর্ঘ ১২ বছর শুনানীর পর আসামী আয়ুব আলীর উপস্থিতিতে ১০ জনের সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত দুজনকেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নগত ১০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন। অপর আসামী ওহিদুল ইসলাম পলাতক রয়েছেন। ওহিদুল যেদিন গ্রেপ্তার হবে সেদিন থেকে এ রায় কার্যকর হবে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৬

মেহেরপুর পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে, মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ২ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন আসামি রয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম এই অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মাদক মামলায় ২, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২, সিআর মামলায় ১ ও ১৫১ ধারায় ১ আসামি রয়েছে।

রবিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময় জেলার পৃথক স্থানে পুলিশ অভিযান চালিয়ে এদের গ্রেফতার করেন।
আজ সোমবার (১২ জুন) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় মাদক মামলার আসামি উষা’র যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

দামুড়হুদায় মাদক মামলায় আব্দুল্লাহ আল মামুন নামে এক হেরোইন ব্যবসায়ীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে তাকে ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরো ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

রবিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত দায়রা জজ দ্বিতীয় আদালতের বিচারক মাসুদ আলী এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত আব্দুল্লাহ আল মামুন দামুড়হুদা উপজেলা সদরের দশমীপাড়ার নজরুল ইসলামের ছেলে। রায় ঘোষণার সময় আসামি আদালতে উপস্থিতি ছিলেন।

জানা গেছে ২০১৭ সালের ৯ জুন বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামে অভিযান চালায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। এ সময় আব্দুল্লাহ আল মামুনের ভাড়া বাড়ি থেকে দুই কেজি ৩৫০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা। পরে তাকে আটক করে দামুড়হুদা মডেল থানায় সোপর্দ করে মামলা দায়ের করা হয়। ওই মামলার রায়ে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় দুই জনের সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুরে একটি মাদক মামলায় মামুন মল্লিক ও রবিউল ইসলাম নামের দুই ব্যক্তির সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

আজ রবিবার দুপুরে মেহেরপুরের জেলা ও দায়রা জজ মো: শহিদুল্লাহ এ রায় ঘোষনা করেন। একই সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেন আদালত।

দণ্ডিত মামুন মল্লিক সদর উপজেলার বামনপাড়ার মতি মল্লিকের ছেলে এবং রবিউল একই উপজেলার টেংরামারী গ্রমের ইজাল ভিস্তির ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর বিকালে সদর উপজেলার সাহেবপুর সড়কে সবজিভর্তি ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে ৮টি নিল রংয়ের বস্তা থেকে ৮০০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। ওই সময় পুলিশ মামুন মল্লিককে আটক করতে পারলেও রবিউল পালিয়ে যায়।

ওই দিন ডিবির এসআই মোস্তফা শওকত জামান বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় দুই জনকে আসামি করে ১৯৯০ সালের মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করেন। পরে প্রাথমিক তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা মামুন মল্লিক ও রবিউলকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

মামলার নথি পর্যবেক্ষণ ও শুনানী শেষে বিজ্ঞ বিচারক আসামী দুজনের বিরুদ্ধে সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরো ৬ মাসের কারাদণ্ডাদেশের আদেশ দেন।

মাদক মামলায় মেহেরপুর শহরের

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] ((□□) □□ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

তার স্ত্রী ও সন্তান দেখে ওই দিনই বাবার বাড়ি ফিরে এসে তালাক দেন তাকে।

এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে শ্যামলী ও তার পরিবারের উপর একের পর এক মিথ্যা মামলা দিতে থাকে প্রতারক কাউছার। তার দায়ের সবগুলো মামলায় খালাস পান তিনি।

সবশেষে ২০২০ সালে তার বিরুদ্ধে টাকা ও গহনা চুরির একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করেন প্রতারক। যার মামলা নং-৩১৬/২০।

গাংনী থানার এস আই নুরুল ইসলাম মামলাটি তদন্ত শেষে শ্যামলীর বিরুদ্ধে চার্জশীট প্রদান করেন। মালায় ৩ জন সাক্ষী প্রদান করেন। এতে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আজ সোমবার বেলা আড়াইটার দিকে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক বর্ণালী তাকে বেকসুর খালাস দেন।

কাউছারের দায়ের করা মিথ্যা মামলায় শ্যামলী খাতুন আদালত থেকে বেখুসুর খালাস পাওয়ার দিন গাংনী থানা পুলিশ প্রতারক মীর কাউসাকে একটি মাদক মামলায় গ্রেপ্তার করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

সোমবার দুপুরে শ্যামলীকে বেখসুর খালাস হয়ে আদালত থেকে বের হওয়ার সময় আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয় মীর কাউছারকে। মীর কাওছার একই উপজেলার বাহাগুন্দা গ্রামের মৃতু মীর ওমর ফারুকের ছেলে।

গাংনী থানা সূত্রে জানা গেছে, মাদক ব্যবসায়ী মীর কাউসার মাদক সেবনের পাশাপাশি দীর্ঘদিন যাবৎ মাদকের ব্যবসা করে আসছে। মীর কাওছারের বিরুদ্ধে গাংনী, মেহেরপুর সদর থানায় মাদকের অভিযোগে ১৭ টি মামলা চলমান রয়েছে।
কয়েকটি মামলায় তার তাকে সাজা দিয়েছে আদালত।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় একজনের

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (XX) XX [redacted] [redacted] X XX [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] X [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

XX [redacted] (XX [redacted]) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] X [redacted] XX [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] X [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [